JAN 3 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
দৈনিক সংবাদ

প্রাথমিক স্তরের ৬৬ শতাংশ বই সরবরাহ মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ১০ শতাংশ

☐ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ ঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা

রাশেদ আহমেদ ঃ জানুয়ারি মাস চলে গেলেও পাঠ্যবই সরবরাহ পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই সারাদেশে মোট চাহিদার ৬৬ শতাংশ সরবরাহ সম্ভব হলেও মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বিতরণের জন্যে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের মোট ৬ কোটি ১৬ লাখ ৬৪ হাজার কপি চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সরবরাহ হয়েছে ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৭৩ হাজার ৯শ ৩৯ কপি। মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের মোট ২ কোটি ৫১ লাখ কপি চাহিদার বিপরীতে বাজারজাত হয়েছে মাত্র ২৬ লাখ বই। এগুলো আবার ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর মোট ৬০টি বিষয়ের বইয়ের মধ্যে মাত্র ১৪টি। বাকি বইগুলো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের আগে বাজারে দেয়ার সম্ভাবনা কম। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপার জন্যে বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ কমিয়েও দেয়া হয়েছে। পাঠ্যবই সরবরাহ পরিস্থিতি দেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাঠ পর্যায়ের তথ্য নিয়ে বই ছাপা ও সরবরাহ সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

এদিকে মাধ্যমিক স্তরের বাজারজাত হওয়া ১৪টি বই ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে কিনতে পাওয়া গেলেও বিক্রি হচ্ছে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ বেশি দামে। মাধ্যমিক স্তরের অন্য ৪৬টি বই বাজারে আসা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। নতুন বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ১ মাস হয়ে গেলেও বইয়ের অভাবে লেখাপড়া শুরু হয়নি।

বই সরবরাহ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়, মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার কাজ পাওয়া বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠান পুস্তকা ৬০টি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ১৪টি বিষয়ের ১ কোটি ৪ লাখ বই গত ২১শে বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

বই ঃ সরবরাহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানুয়ারি থেকে বাজারজাত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু গত ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত তারা মাত্র ২৬ লাখ বই বাজারজাত করতে পেরেছে। বোর্ড থেকে পুস্তকাকে অন্তত ৫০ লাখ বই প্রস্তুত না করে বাজারে ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু পুস্তকা বোর্ডের বিক্রয়াদেশ ছাড়াই বই বাজারজাত শুরু করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, পুস্তকা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণে বোর্ডের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত বার বার লংঘন করলেও এ মুহূর্তে বোর্ডের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আইনগত জটিলতার মারপ্যাঁচে বই বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। তাই বোর্ড আগে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দিয়ে পুস্তকার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত রেখেছে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই সরবরাহ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রিপোর্টে বলা হয়, সারাদেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ের চাহিদা আছে ৬ কোটি ১৬ লাখ ৬৪ হাজার ৩শ ৬৫ কপি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত সরবরাহ সম্ভব হয়েছে ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৭০ হাজার ৯শ ৩৯ কপি। রিপোর্টে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে বাস্তবে চাহিদার ৫ কোটি ৩২ লাখ ৬৪ হাজার বই সরবরাহ করলেই চলবে। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কাজ পাওয়া বেক্সিমকোর অপর ২টি প্রতিষ্ঠান ফ্রি প্রেস ও শুকতারা প্রদত্ত কার্যাদেশ অনুযায়ী গত বছর ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে ৩ কোটি ৪৫ লাখ বই ছেপে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানোর কথা ছিল। পরবর্তীতে তাদের সময় ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু গত ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত তারা মাত্র ৪০ লাখ বই সরবরাহ করেছে। বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় একবার তাদের বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। এখন ঐ বরাদ্দের আরো হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

অন্যদিকে বোর্ডের সাথে চুক্তিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০৫টি প্রেসকে প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৫৫ লাখ বই ছাপতে দেয়া হয়েছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ বই ছেপে জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ১০৫টি প্রতিষ্ঠানকে আবার আরো ১ কোটি ৪৫ লাখ বই ছাপার কাজ দেয়া হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের রিপোর্টে বলা হয়, ২০০১ সালের শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পাঠ্যবই ছাপার কাজ বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠান পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারা পায়। টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে তাদের কাজ দিতে হয়। ইতোপূর্বে [illegible] পুস্ত[illegible] প্রকাশক ও বিক্রেতা